দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... MAY 9 1999
পৃষ্ঠ ... কলাম ...

২০২

ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক

একদার মধুর ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক পালা বদলের হাওয়ায় এখন তত ভাল নয়। নকল, কোচিং, নোট নেয়াসহ নানা কারণে বিপন্ন হচ্ছে এ সম্পর্ক। শিক্ষার বিকাশে ছাত্র-শিক্ষক সুসম্পর্কের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত ঃ

সৈয়দ সারোয়ার

একটা সময় ছিল যখন ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে চমৎকার সম্পর্ক ছিল। বর্তমানে ছাত্র-শিক্ষকের সেই সুমধুর সম্পর্কে ভাটা পড়েছে। এখন অনেক শিক্ষকই তাঁর ছাত্রকে চেনেন না। নাম জানা তো দূরের কথা, মুখ দেখেও বলতে পারেন না যে 'এই আমার ছাত্র।' অথচ এমন সময় গিয়েছে, যে সময়ে একজন শিক্ষক প্রতিটি ছাত্রের নাম জানতেন। নাম ধরে ডাকলে শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষকের প্রতি এমন একটি অনুভূতি জাগে, যে অনুভূতি ছাত্রকে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ...পারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যিনি শিক্ষা দিবেন আর যে শিক্ষা ... মাঝে যদি সুসম্পর্ক না থাকে তাহলে শিক্ষাদান এবং শিক্ষা গ্রহণ পর্বটি ফ্লপ করতে বাধ্য।

অস্বীকারের উপায় নেই, আজকের দিনে অধিকাংশ শিক্ষকের মাঝে বাণিজ্যিক চিন্তাভাবনাই বেশি। যে শিক্ষার্থী যে শিক্ষকের কাছে 'প্রাইভেট' পড়ে, সেই শিক্ষার্থী ঐ শিক্ষকের কাছে যেমন কদর পায়, তেমন কদর অন্য ছাত্ররা পায় না। একই বিষয়ে একাধিক শিক্ষক 'প্রাইভেট' পড়ানোর কাজ করেন বলে দেখা যায় যে, একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গড়ে উঠেছে আলাদা আলাদা ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ভিত্তি– এটা উচিত নয়।

পাশ্চাত্যের সৌহার্দ্যপূর্ণ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক শিক্ষাকে অনেক আকর্ষণীয় করে তুলে
—জনকণ্ঠ

প্রাইভেট না পড়লেই ছাত্রটি অপ্রিয় হয়ে যাওয়ার মনোভাবে ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে সম্পর্কের ফাটল ধরে। একই প্রতিষ্ঠানের একই বিষয়ের শিক্ষকদের মাঝে 'প্রাইভেট' পড়ানো নিয়ে প্রকাশ্যে যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলে, সে প্রতিযোগিতায় ছাত্ররা ক্রীড়নকের মতো ব্যবহৃত হওয়ায় পুরো শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশটাই নষ্ট হয়ে যায়। শিক্ষকদের এ দিকটি খেয়াল রাখা উচিত যে, প্রাইভেট পড়ুক আর না পড়ুক সবাই তাঁর ছাত্র। সবার প্রতিই তাঁর সমান নজর দেয়া উচিত।

ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক থাকলে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষাঙ্গন ব্যবস্থায় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব। শিক্ষাঙ্গনে যে কোন নৈরাজ্যকর ঘটনার সমাধানে ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক টনিকের মতো কাজ করতে পারে। বখে যাওয়া ছাত্রটিকে একজন শিক্ষক যেমন ভালবাসা দিয়ে সুপথে ফিরিয়ে আনতে পারেন, তেমনি উৎসাহ দিয়ে কম মেধাবী এবং পড়াশোনায় ভীত শিক্ষার্থীর মনে সাহস যোগাতে পারেন।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের চমৎকার অবস্থাটি তৈরি করতে পারে শিক্ষকই। শিক্ষককে সহায়তা করতে পারে ছাত্র। পড়াশোনা ছাড়াও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগণ জীবনের ছোটখাটো সমস্যার সমাধানে শিক্ষক ভূমিকা রাখতে পারেন। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের বিশেষ নজর রাখা দরকার। শিক্ষকের উচিত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নাম জানা। নাম ধরে ডাকা। শিক্ষার্থী কোন অন্যায় করলে তাকে প্রথমেই কড়া কিছু না বলে বুঝিয়ে বললে অনেক সময় শিক্ষার্থী তার ভুল বুঝতে পারে। শিক্ষককে আরেকটি জিনিস মনে রাখতে হবে যে, সামাজিক বাস্তবতার নক্সা অনেক বদলে গেছে। আগের মতো স্থিতিশীল অবস্থা যেহেতু সমাজে নেই, তাই ছাত্ররাও অস্থিতিশীল পরিবেশ-পরিস্থিতির শিকার। সে কারণে তাদের চিন্তা-চেতনায় নানা রকম অসঙ্গতি দেখা দেয়। এগুলো সহমর্মিতার সঙ্গে বুঝতে হবে শিক্ষককে। উপযুক্ত আচরণ ও সম্পর্ক দ্বারাই শিক্ষক ছাত্রের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন।

শুধু কি শিক্ষকের দায়িত্ব ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরিতে? না, তা বলা যাবে না। একতরফা কিছু হয় না। অবশ্যই শিক্ষক অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন কিন্তু শিক্ষার্থীকেও শিক্ষককে সহযোগিতা করার মতো মন-মানসিকতা অর্জন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে হবে যে, বাবা-মায়ের পরেই শিক্ষকের স্থান। মনে রাখতে হবে শিক্ষক কখনোই তাদের অমঙ্গল চান না। তাই শিক্ষকদের পরামর্শকে পাথেয় হিসাবে নেয়া উচিত তাদের।

একটা সময় ছিল যখন সমাজে শিক্ষকদের মর্যাদা ছিল। এখনও আছে তবে সে রকম নেই নানা কারণে। শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করত ছাত্ররা। কখনোই ছাত্ররা শিক্ষকদের অমর্যাদা করত না। আর আজকের দিনে অনেক ছাত্রই আছে যারা শিক্ষকদের মর্যাদার ব্যাপারে উদাসীন। তাদের একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, শিক্ষাগুরু হিসাবে শিক্ষা অর্জনের জন্য শিক্ষকের বিকল্প নেই। আর তাই ছাত্রদের এ সচেতনতা প্রদর্শন করা উচিত, যাতে করে শিক্ষকদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক শিক্ষার সাফল্যে কতটা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা আজকের দিনের শিক্ষাঙ্গনের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকেই বোঝা যায়। ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক থাকলে এ নৈরাজ্যকর অবস্থা থাকত না শিক্ষাঙ্গনগুলোতে।